একজন সাধারন নাগরিকের জীবনে হুমায়ুন আজাদ

আমিনূল মোহায়মেন

দেড় বছর আগেও হুমায়ুন আজাদের বিষয়ে আমার তেমন কোন ধারনা ছিল না। প্রথম তার নামটি নজরে আসে সাপ্তাহিক যায়যায়দিনের উক্তি সেকসনে তার একটি উক্তি পড়ে। তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসির আসলে আলিয়া মাদ্রাসার মৌলানা হওয়া যথার্থ ছিল।

এর বেশ কিছুদির পর তিনি আহত হন। তার বিষয়ে কৌতুহলী হয়ে তার আলোচিত বই 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' কিনে আনি। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পড়বো বলে রেখেছিলাম। পরদিন অফিস থেকে ফিরে আসলে স্ত্রী বললো, 'তোমার কি হয়েছে, এসব বই-পত্র বাসায় নিয়ে আসো? মেয়ে বড় হচ্ছে তো।'

আমার মেয়েটি তেমন বড় হয় নি। কেবলমাত্র ক্লাস ওয়ানে উঠেছে। তবে বানান না করেই সে বাংলা পড়তে পারে। ঝকঝকে মলাটের বইটি সে পড়ার চেষ্টা করতে পারে ভেবে আমার স্ত্রী শংকিত হয়ে পড়েছিল।

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বইটি পড়তে গিয়ে আমার কান লাল হয়ে গিয়েছিল। মেয়ে যেন কোনভাবেই বইটির নাগাল না পায়, সে ব্যবস্থাও দ্রুত করেছিলাম।

পর্ণোগ্রাফী লেখা ও তা প্রকাশ করা কিংবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এতো নোংরাভাবে আক্রমন করার আইনগত অধিকার কারো আছে কিনা জানি না। শোনা যায় একটি রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির একজন নেতাকে নিয়ে তিনি বইটি লিখেছিলেন। কেউ যদি শেখ মুজিব, জিয়া, হাসিনা কিংবা খালেদাকে নিয়ে এভাবে লেখে, তাহলে কি খুব একটা প্রসংসনীয় কিছু হবে?

এর কিছুদিন পর তিনি বিদেশে চিকিৎসা শেষে ফিরে আসলেন। ফিরে এসে তিনি এমনসব কথা বললেন যে, তার প্রতি যে শ্রদ্ধাটুকু ছিল তা রাখা কষ্টকর হয়ে পড়লো। বাংলাদেশের যে ডাক্তারগন তাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনলেন, তাদেরকে তিনি কঠোর ভাষায় আক্রমন করলেন। বললেন যে ব্যাংককের যে হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নিয়েছেন তার নার্সরা এতো সুন্দর ও তাদের হাত এতো নরম যে, তাদের ছোয়া পেলেই তার মাথা ঝিমঝিম করতো। সে হাসপাতালের কোনায় কোনায় যে সব যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে সারা বাংলাদেশের সকল হাসপাতালে তা নেই।

আমাদের দেশের যে সম্পদ ও প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা আছে, তা সকলেই জানে। হয়তোবা অতিরঞ্জিত ভাবেই জানে। একজন বিখ্যাত লেখক এভাবে নিজের দেশকে হেয় করবেন তা সম্ভবতঃ কেউই আশা করেননি।

সবার আশা ছিল যে, তিনি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসলে জানা যাবে কারা তাকে মেরেছিল। তিনি বললেন, তার কিছু মনে নেই। তিনি বললেন যে, তিনি বিচার চান না, চান, একটি মতাদর্শের লোকদেরকে নির্মূল করতে। বিষয়টি আমার কাছে খুব রহস্যময় লেগেছিল। তাকে আহত করার পর টিভি চ্যানেলগুলোতে

একজন প্রত্যক্ষ্যদর্শীকে বলতে শুনেছিলাম যে, কয়েকজন ছেলে তার সাথে কথা বলা শুরু করে এবং তার পর আঘাত করতে থাকে। সুস্থ হয়ে এসে তিনি তাদের বিষয়ে কিছুই বললেন না।

তার এবারে জার্মানী যাওয়াটাও খুব রহস্যময়। কিছুদিন আগে তিনি জার্মানীতে গেলেন খুবই চুপিসারে। সংবাদ শিরোনামে আসার যার এতো চেষ্টা, তিনি সাংবাদিকদের চোখে ধূলো দিয়ে এরকম একটি বিরাট কাজ নিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। তিনি গিয়েছিলেন পেন ক্লাব নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে স্কলারশীপ নিয়ে। প্রতিষ্ঠানটি বিকর্কিত লেখকদেরকেই স্কলারশীপ দিয়ে থাকে। তসলিমা নাসরিন নামক আরেক বাংলাদেশ বিদ্বেষী পর্ণো লেখিকাকেও তারা স্কলারশীপ দিয়েছিল। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, হুমায়ুন আজাদ গত এক বছর ধরে এই স্কলারশীপের জন্য চেষ্টা করে আসছিলেন। তাঁর স্কলারশীপের জন্য চেষ্টা চালানো এবং সমাজের সম্মানিত লোকদের বিরুদ্ধে মানহানিকর কথা বার্তা বলে বেড়ানো ও মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের পবিত্র বিষয়গুলোকে খুবই নোংরা ও অশ্লীলভাবে আক্রমন করার মাধ্যমে বিতর্কিত হবার চেষ্টা কি তাহলে একই সূত্রে গাঁথা ছিল?

দেশকে ও দেশের মানুষকে হেয় করে বিদেশে সেটেল হবার ঘটনা জার্মানীর মত অনেক দেশে প্রবাসী বাংলাদেশীরা হর হামেশা ঘটিয়ে থাকেন। আমার বন্ধুর ভাই, ছাত্রদলের একটি জেলা শাখার সেক্রেটারী, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই জার্মানীতে চলে যায়। সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার জন্য সে গিয়ে বলে যে সে ছাত্রলীগের নেতা ছিল। সরকারী দলের অত্যাচারে তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। তার আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে থানায় তার নামে মামলা করায়, এমনকি জেলা আওয়ামীলীগের অফিস থেকে এ মর্মে চিঠি নেয় যে, সে তাদের নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিল এবং সরকারী দলের অত্যাচারে তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। সে চিঠি জাল কিনা আমার জানা নেই।

আমাদের দেশের কিছু ভাগ্যন্বেষী মানুষের এই ধরনের প্রতারণার খেসারত জাতিকে খুব বড় আকারেই দিতে হয়। দেশের নাম কালো তালিকায় উঠে যায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ এই দেশটি সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় চরমপন্থার শক্ত ঘাটি হিসাবে পরিচিত হয়। বেকার যুবকেরা যখন দেশে তেমন কিছু না করতে পেরে এসব করে তখন তাকে খুব কঠোরভাবে দেখা যায় না। কিন্তু একজন বিখ্যাত লেখক যখন একটা স্কলারশীপের জন্য দেশের এতোবড়ো ক্ষতি করেন, তখন তা মেনে নেয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে, অর্থ ও খ্যাতির জন্য মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। কতো মানুষ তো নিজের নগ্ন ছবি বিক্রি করে বেড়ায়। আমাদের দেশে পত্রিকার পাতায় নাম উঠাবার জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচন শুরু করে থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত সব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করার নজিরও আছে। কিন্তু হুমায়ুন আজাদের কাছ থেকে এরকমটি আমার মত অনেকেই আশা করেননি।